নলিনী।

(নাট্য)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

প্রণীত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯১।

নলিনী

প্রথম দৃশ্য।

অপরাহ্ন।

কানন।

নীরদ।

গান।

পিলু—কাওয়ালি।

হা কে বলে দেবে
সে ভাল বাসে কি মোরে!
কভু বা সে হেসে চায়, কভু মুখ ফিরায়ে লয়
কভু বা সে লাজে সারা, কভু বা বিষাদময়ী,
যাব কি কাছে তার শুধাব চরণ ধোরে!

নলিনী ও বালিকা ফুলির প্রবেশ।

নীরদ। (স্বগত) এ রকম সংশয়ে ত আর থাকা যায় না! এমন করে আর কত দিন কাট্‌বে! এত দিন অপেক্ষা

ক'রে বসে আছি—ওগো, একবার হৃদয়ের দুয়ার , খোল, আমাকে একপাশে একটু আশ্রয় দাও—যে লোক এত-দিন ধ'রে প্রত্যাশা করে চেয়ে আছে তাকে কি একটিবার প্রাণের মধ্যে আহ্বান করবে না? আগ্রকের কাছে গিয়ে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখ্‌ব! যদি একেবারে বলে—না! আচ্ছা তাই বলুক—আমার এ সুখ দুঃখের যা হয় একটা শেষ হয়ে যাক্‌! (কাছে গিয়া) নলিনী!—

ন। ফুলি, ফুলি, তুই ওখেনে ব'সে ব'সে কি করচিস্‌, ফুল তুলতে হবে মনে নেই! আয়, শীগ্‌গির করে আয়! ও কি করেচিস্‌ কুঁড়ি গুলো তুলেচিস কেন—আহা ওগুলি কাল কেমন ফুট্‌ত! চল্‌ ঐ দিকে গোলাপ ফুটেচে যাই। আজ এখনো নবীন এল না কেন?

ফুলি। তিনি এখনি আস্‌বেন।

নীরদ। আমার কথায় কি একবার কর্ণপাতও করলে না? আমি মনে কর্‌তুম, প্রাণপণ আগ্রহকে কেউ উপেক্ষা কর্‌তে পারে না। নলিনীর কি এতটুকুও হৃদয় নেই যে আমার অতখানি আগ্রহকে স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা কর্‌তে পার্‌লে? নাঃ—হয় ত ফুল তুল্‌তে অন্যমনস্ক ছিল, আমার কথা শুন্‌তেও পায় নি! আর একবার জিজ্ঞাসা করে দেখি। নলিনী!—

ন। ফুলি, কাল এই বেলফুলের গাছগুলোতে মেলাই কুঁড়ি দেখেছিলেম, আজ ত তার একটিও দেখ্‌চিনে! চল্‌

দেখি, ঐ দিকে যদি ফুল পাই ত তুলে নিয়ে আসি! (অন্তরালে) দেখ্ ফুলি, নীরদ আজ কেন অমন বিষণ্ণ হয়ে আছেন তুই একবার জিজ্ঞাসা করে আয় না! তুই ওঁর কাছে গিয়ে একটু গান টান গেয়ে শোনালে উনি ভাল থাকেন। তাই তুই যা', আমি ফুল তুলে নিয়ে যাচ্চি।

ফুলি। কাকা, তোমার কি হয়েচে?

নীরদ। কি আর হবে ফুলি!

ফুলি। তবে তুমি অমন করে আছ কেন কাকা?

নীরদ। (কোলে টানিয়া লইয়া) কিছুই হয় নি বাছা!

ফুলি। কাকা, তুমি গান শুন্‌বে?

নীরদ। নারে, এখন গান শুন্‌তে বড় ইচ্ছে কর্‌চে না!

ফুলি। তবে তুমি ফুল নেবে?

নীরদ। আমাকে ফুল কে দেবে ফুলি?

ফু। কেন, নলিনী ঐখেনে ফুল তুল্‌চে, ঐ দিকে ঢের ফুটেচে—ঐ খেনে চল না কেন? (নলিনীর কাছে টানিয়া লইয়া গিয়া) কাকাকে কতকগুলি ফুল দাওনা ভাই, উনি ফুল চাচ্চেন!

নলি। তুই কি চোখে দেখ্‌তে পাস্‌নে? দেখ্ দেখি গাছের তলায় কি করে দিলি? অমন সুন্দর বকুলগুলি সব মাড়িয়ে দিয়েচিস্! হ্যাঁ হ্যাঁ ফুলি আমরা যে সে দিন সেই ঝোপের মধ্যে পাখীর বাসায় সেই পাখীর ছানা-

গুলিকে দেখেছিলুম, আজ তাদের চোক ফুটেছে, তারা কেমন পিট্‌পিট্‌ করে চাচ্চে! তাদের মা খাবার আন্‌তে গেছে, এই বেলা আয়, আমরা তাদের এক্‌টি একটি করে ঘাসের ধান খাওয়াই গে!

ফু। কোথায় সে, কোথায় সে, চল না। (উভয়ের দ্রুত গমন)

ন। (কিছু দূর গিয়া ফুলির প্রতি) ঐ যা, তোর কাকাকে ফুল দিয়ে আস্‌তে ভূলে গেচি! তুই ছুটে যা, এই ফুল ছুটি তাঁকে দিয়ে আয়গে। আমার নাম করিস্‌নে যেন!

ফুলি। (নীরদের কাছে আসিয়া) এই নাও কাকা, ফুল এনেছি।

নীরদ। (চুম্বন করিযা) আমি ভেবেছিলেম আমাকে কেউ ফুল দেবে না। শেষ কালে তোর কাছ থেকে পেলেম!

নলিনী। (দূর হইতে) ফুলি, তুই আবার গেলি কোথায়? ঝট্‌ করে আয় না, বেলা ব'য়ে যায়।

ফুলি। এই যাই। (ছুটিয়া যাওন)

নীরদ। (স্বগত) এ যেন রূপের ঝড়ের মত, যেখেন দিয়ে বয়ে যায় সেখেনে তোলপাড় ক'রে দেয়। এতটা আমি ভাল বাসিনে! আমার প্রাণ শ্রান্ত পাখীটির মত একটি গাছের ছায়া চায়, প্রচ্ছন্ন সুখের কুলায় চায়।

আমিত এত অধীরতা সইতে পারিনে। একটুখানি বিরাম, একটুখানি শান্তি কোথায় পাব?

গিয়া) নলিনী, তুমি আমার একটি কথার উত্তর দেবে না?

(নতশিরা নলিনীর স্তব্ধভাবে আঁচলের ফুল গণনা।)

কখন তুমি আমার সঙ্গে একটি কথা কওনি—আজ তোমাকে বেশী কিছু বল্‌তে হবে না, একবার কেবল আমার নামটি ধরে ডাক, তোমার মুখে একবার কেবল আমার নামটি শোন্‌বার সাধ হয়েছে। আমার এইটুকু সাধও কি মিট্‌বে না? না হয় একবার বল যে—না! বল যে, মিটবে না! বল যে, তোমাকে আমার ভাল লাগে না, তুমি কেন আমার কাছে কাছে ঘুরে বেড়াও! আমার এই দুর্ব্বল ক্ষীণ আশা-টুকুকে আর কত দিন বাঁচিয়ে রাখব? তোমার একটি কঠিন কথায় তাকে একেবারে বধ ক'রে ফেল, আমার যা হবার হোক্।

(নলিনীর আঁচল শিথিল হইয়া ফুলগুলি সব পড়িয়াগেল ও নলিনী মাটিতে বসিয়া ধীরে ধীরে একে একে কুড়াইতে লাগিল।)

নীরদ। তাও বল্‌বে না! (নিশ্বাস ফেলিয়া দূরে গমন।)

ফুলি। (ছুটিয়া নলিনীর কাছে আসিয়া) দেখ'সে, নেবুগাছে একটা মৌচাক দেখ্‌তে পেয়েছি!—ও কি ভাই,

তুমি মুখ ঢেকে অমন করে বসে আছ কেন? ও কি তুমি কাঁদ্‌চ কেন ভাই?

নলিনী। (তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া হাসিয়া উঠিয়া) কই, কাঁদচি কই?

ফুলি। আমি মনে করেছিলুম, তুমি কাঁদচ!—

(নবীনের প্রবেশ।)

নলিনী। ঐ যে নবীন এয়েচে, চল্ ওর কাছে যাই! (কাছে আসিয়া) আজ যে তুমি এত দেরি ক'রে এলে?

নবীন। (হাসিয়া) একটুখানি তিরস্কার পাবার ইচ্ছে হয়েছিল। আমি দেরি ক'রে এলে তোমারও যে দেরী মনে হয় এটা মাঝে মাঝে শুন্‌তে ভাল লাগে।

নলিনী। বটে! তিরস্কারের সুখটা একবার দেখিয়ে দেব। দেত ফুলি, ওর গায়ে একটা কাঁটা ফুটিয়ে দেত।

নবীন। ও যন্ত্রণাটা ভাই এক রকম সওয়া আছে। ওতে আর বেশী কি হল? ওটাত আমার দৈনিক পাওনা! যতগুলি কাঁটা এইখেনে ফুটিয়েছ, সবগুলি যত্ন করে প্রাণের ভিতর বিঁধিয়ে রেখেচি—তার একটিও ওপ্‌ড়াইনি, আর জায়গা কোথায়?

নলিনী। ও বড্ড কথা কচ্চে ফুলি—দেত ওকে সেই গানটা শুনিয়ে।

ফুলির গান।

পিলু।

ও কেন ভালবাসা জানাতে আসে,
ওলো সজনি।
হাসি খেলিরে মনের সুখে
ও কেন সাথে ফেরে আঁধার মুখে
দিন রজনী!

নবীন। আমারও ভাই একটা গান আছে কিন্তু গলা নেই। কি দুঃখ। প্রাণের মধ্যে গান আকুল হয়ে উঠেচে, কেবল গলা নেই বলে কেউ একদণ্ড মন দিয়ে শুনবে না! কিন্তু গলাটাই কি সব হল? গানটা কি কিছুই নয়? গানটা শুনতেই হবে।

কালাংড়া।

ভাল বাসিলে যদি সে ভাল না বাসে
কেন সে দেখা দিল।
মধু অধরের মধুর হাসি
প্রাণে কেন বরষিল!
দাঁড়িয়েছিলেম পথের ধারে
সহসা দেখিলেম তারে,
নয়ন দুটি তুলে কেন
মুখের পানে চেয়ে গেল!

নলিনী। আর ভাল লাগচে না। (স্বগত) মিছিমিছি কথা কাটাকাটি করে আর পারিনে। একটু একলা হলে বাঁচি। (ফুলির প্রতি) আয় ফুলি, আমরা একটু বেড়িয়ে আসিগে।

(প্রস্থান।)

নীরদ। এমন প্রশান্ত নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় অমনতর চপলতা কি কিছুমাত্র শোভা পায়। সন্ধ্যার এমন শান্তিময় স্তব্ধতার সঙ্গে ঐ গান বাজনা হাসি তামাসা কি কিছুমাত্র মিশ খায়? একটু হৃদয় থাকলে কি এমন সময়ে এমনতর চপলতা প্রকাশ করতে পারত? আমোদ প্রমোদের কি একটুও বিরাম নেই? দিনের আলো যখন নিবে এসেচে, পাখীগুলি তাদের নীড়ে তাদের একমাত্র সঙ্গিনীদের কাছে ফিরে এসেছে, দূরে কুঁড়ে ঘর গুলিতে সন্ধের প্রদীপ জ্বলেচে—তখন কি ঐ চপলার এক মুহূর্ত্তের তরেও আর একটি হৃদয়ের জন্যে প্রাণ কাঁদে না? এক মুহূর্ত্তের জন্যও কি ইচ্ছে যায় না—এই কোলাহলশূন্য জগতের মধ্যে আর একটি প্রেমপূর্ণ হৃদয় নিয়ে দুজনে স্তব্ধ হয়ে দুজনের পানে চেয়ে থাকি। গভীর শান্তিপূর্ণ সেই সন্ধ্যা-আকাশে দুটিমাত্র স্তব্ধ হৃদয় স্তব্ধ আনন্দে বিরাজ করি। দুটী সন্ধ্যাতারার মত আলোয় আলোয় কথা হয়! হায় এ কি কল্পনা! এ কি দুরাশা!

নবীনের প্রবেশ।

নবীন। এ কি ভাই তুমি যে একলা এখানে ব'সে আছ ? আমাদের সঙ্গে যে যোগ দাও নি ?

নীরদ। এমন মধুর সন্ধে বেলায় কেমন করে যে তুমি ঐ মূর্ত্তিমতী চপলতার সঙ্গে আমোদ ক'রে বেড়াচ্ছিলে আমি তাই ব'সে ভাবছিলুম। সন্ধের কি একটা পবিত্রতা নেই ? ঐ সময়ে হৃদয়হীন চটুলতা দেখলে কি তার সঙ্গে যোগ দিতে ইচ্ছে করে ?

নবীন। তোমরা কবি মানুষ, তোমাদের কথা আমরা ঠিক বুঝতে পারিনে। আমার ত খুব ভাল লাগ্‌ছিল। আর তোমাদের কবিত্বের চোখেই বা ভাল লাগ্‌বে না কেন তাও আমি ঠিক বুঝ্‌তে পারিনে! সরলা বালিকা, মনে কোন চিন্তা নেই, প্রাণের স্ফূর্ত্তিতে সন্ধ্যার কোলে খেলিয়ে বেড়াচ্চে এই বা দেখতে খারাপ লাগ্‌বে কেন ?

নীরদ। তা ঠিক বলেচ! (কিছুক্ষণ ভাবিয়া) কিন্তু যার কোন চিন্তা নেই, সে মন কি মন ? যে হৃদয় আর কোন হৃদয়ের জন্যে ভাবে না আপনাকে নিয়েই আপনি সন্তুষ্ট আছে তা'কে কি স্বার্থপর বল্‌ব না!

নবীন। তুমি নিজে স্বার্থপর বলেই তা'কে স্বার্থপর বল্‌চ! যে হৃদয় তোমার হৃদয়ের জন্যে ভাবে না তার আনন্দ তার হাসি তোমার ভাল লাগেনা, এর চেয়ে স্বার্থ-পরতা আর কি আছে! আমিত ভাই সে ধাতের লোক নই।

সে আমাকে হৃদয় দিক আর নাই দিক্ আমার তাতে কি আসে যায়? আমি তার যতটুকু মধুর তা উপভোগ কর্‌বনা কেন? তার মিষ্টি হাসি মিষ্টি কথা পেতে আপত্তি কি আছে!

নীরদ। স্বার্থপরতা? ঠিক কথাই বটে। এতদিনে আমার মনের ভাব ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লুম। ঐ সরলা বালা আমোদ ক'রে বেড়াচ্চে তাতে আমার মনে মনে তিরস্কার করবার কি অধিকার আছে। আমি কোথাকার কে! আমি অনবরত তাকে অপরাধী করি কেন।

নলিনীর প্রবেশ।

নলিনী আমাকে মার্জ্জনা কর।

নবীন। (তাড়াতাড়ি) আবার ও সব কথা কেন? বড় বড় হৃদয়ের কথা ব'লে বালিকার সরল মনকে ভারগ্রস্ত করবার দরকার কি? (হাসিয়া নলিনীর প্রতি) নলিনী, আজ বিদায় হবার আগে একটি ফুল চাই!

নলিনী। বাগানেত অনেক ফুল ফুটেচে, যত খুসি তুলে নাও না!

নবীন। ফুলগুলিকে আগে তোমার হাসি দিয়ে হাসিয়ে দাও, তোমার স্পর্শ দিয়ে বাঁচিয়ে দাও! ফুলের মধ্যে আগে তোমার রূপের ছায়া পড়ুক, তোমার স্মৃতি জড়িয়ে যাক্,—তার পরে তা'কে ঘরে নিয়ে যাব।

নলিনী। (হাসিয়া) বড্ড তোমার মুখ ফুটেচে দেখ্‌চি! দিনে দুপুরে কবিতা বল্‌তে আরম্ভ করেচ!

নবীন। আমি কি সাধে বল্‌চি! তুমি যে জোর করে আমাকে কবিতা বলাচ্চ। তোমার ঐ দৃষ্টির পরেশ পাথরে আমার ভাবগুলি একেবারে সোনা-বাঁধানো হয়ে বেরিয়ে আস্‌চে।

নলিনী। তুমি ও কি হেঁয়ালি বল্‌চ আমি কিছুই বুঝতে পার্‌চিনে।

নীরদ। আমি ত নবীনের মত এ রকম ক'রে কথা কইতে পারিনে! আর মিছিমিছি এ রকম উত্তর প্রত্যুত্তর করে যে কি সুখ আমিত কিছুই বুঝতে পারিনে! কিন্তু আমার সুখ হয় না বলে কি আর কারও সুখ হবে না? আমি কি কেবল এক্‌লা বসে বসে পরের সুখ দেখে তাদের তিরস্কার করতে থাক্‌ব, এই আমার কাজ হয়েচে? যে যাতে সুখী হয় হোক না, আমার তাতে কি? আমার যদি তাতে সুখ না হয়, আমি অন্যত্র চলে যাই!

নবীন। (নলিনীর প্রতি) দেখ্‌তে দেখ্‌তে তোমার হাসিটি মিলিয়ে এল কেন ভাই? কি যেন একটা কালো জিনিষ প্রাণের ভিতর লুকিয়ে রেখেচ, সেটা হাসি দিয়ে ঢেকে রেখেচ, কিন্তু হাসি যে আর থাকে না! আমি ত বলি প্রকাশ করা ভাল! (কোন উত্তর না পাইয়া) তুমি বিরক্ত হয়েচ! না? মনের ভিতর একজন লোক

হঠাৎ উঁকি মারতে এলে বড় ভাল লাগে না, বটে! কিন্তু একটু বিরক্ত হলে তোমাকে বড় সুন্দর দেখায়! সেই জন্যে তোমাকে মাঝে মাঝে কষ্ট দিতে ইচ্ছে করে!

নলিনী। (হাসিয়া) বটে! তোমার যে বড্ড জাঁক হয়েচে দেখ্‌চি! তুমি কি মনে কর তুমিও আমাকে বিরক্ত করতে কষ্ট দিতে পার! সেও অনেক ভাগ্যের কথা! কিন্তু সে ক্ষমতা টুকুও তোমার নেই!

নবীন। (সহাস্যে) আমার ভূল হয়েছিল।

নীরদ। নবীনের সঙ্গেই নলিনীর ঠিক মিলেচে! এ আমার জন্যে হয় নি! আমি এদের কিছুই বুঝতে পারিনে! এদের হাসি এদের কথা আমার প্রাণের সঙ্গে কিছুই মেলে না! তবে কেন আমি এদের মধ্যে এক জন বেগানা লোকের মত ব'সে থাকি! আমি পর, আমার এখেনে কোন অধিকার নেই! এদের অন্তঃপুরের মধ্যে আমি কেন? আমার এখান থেকে যাওয়াই ভাল! আমি চ'লে গেলে কি এদের একটুও কষ্ট হবে না? এক-বারও কি মনে করবে না, আহা সে কোথায় গেল? না—না—আমি গেলে হয় ত এরা আরাম বোধ করবে! এখানে আর থাক্‌ব না। আজই বিদেশে যাব! এত দিনের পরে আমি ঠিক বুঝ্‌তে পেরেচি যে আমিই স্বার্থপর। কিন্তু আর নয়।

ফুলি। (আসিয়া) (নলিনীর প্রতি) মা তোমাদের ডাকৃতে পাঠালেন।

নলিনী। তবে যাই।

প্রস্থান।

নবীন। আমিও তবে বিদায় হই।

প্রস্থান।

নীরদ। (ফুলিকে ধরিয়া) আয় ফুলি একবার আমার কোলে আয়! আমার বুকে আয়।

ফুলি। ও কি কাকা, তোমার চোখে জল কেন?

নীরদ। ও থাক্। জল একটু পড়ুক্! (কিছুক্ষণ পরে) অন্ধকার হয়ে এল, এখন তবে বাড়ি যা'।

ফুলি। তুমি বাড়ি যাবে না কাকা?

নীরদ। না বাছা!

ফুলি। তুমি তবে কোথায় যাবে?

নীরদ। আমি আর এক জায়গায় চল্লেম। নলিনীর সঙ্গে তুই বাড়ি যা!

প্রস্থান।

নলিনী। (আসিয়া) তোর কাকা তোকে কি বল্‌-ছিলেন ফুলি?

ফুলি। কিছুই না!

নলিনী। আমার কথা কি কিছু বল্‌ছিলেন ?

ফু। না।

নলিনী। আয় বাড়ি আয়।

ফু। কিন্তু কাকা কাঁদ্‌ছিলেন কেন ?

ন। কি, তিনি কাঁদ্‌ছিলেন ?

ফু। হাঁ।

ন। কেন কাঁদ্‌ছিলেন ফুলি ?

ফু। আমিত জানিনে !

ন। তোকে কিছুই বলেননি ?

ফু। না।

ন। কিছুই বলেন নি ?

ফু। না।

ন। তবে সেই গান্‌টা গা !

বেহাগড়া—কাওয়ালি।

মনে রয়ে গেল মনের কথা,
শুধু চোখের জল প্রাণের ব্যথা !
মনে করি দুটি কথা বলে যাই,
কেন মুখের পানে চেয়ে চলে যাই,
সে যদি চাহে, মরি যে তাহে,
কেন মুদে আসে আঁখির পাতা !

ম্লান মুখে সখি সে যে চলে যায়,
ও তারে ফিরায়ে ডেকে নিয়ে আয়,
বুঝিল না সে যে কেঁদে গেল,
ধূলায় লুটাইল হৃদয়-লতা!

গাইতে গাইতে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গৃহ।

নবীন। নীরদ বিদেশে যাবার পর থেকে নলিনীর এ কি হল? সে উল্লাস নেই, সে হাসি নেই। বাগানে তার আর দেখা পাইনে। দিনরাত ঘরের মধ্যেই একলা ব'সে থাকে। নলিনী নীরদকেই বাস্তবিক ভাল বাস্‌ত! এইটে আর আগে বুঝতে পারিনি! এমনি অন্ধ হয়েছিলেম। নীরদের সমুখে সে যেন নিজের প্রেমের ভারে নিজে ঢাকা পড়ে যেত! তাকে ঠিক দেখা যেত না। নীরদের সমুখে সে এমনি অভিভূত হয়ে পড়ত যে আমাদের কাছে পেলে সে যেন আশ্রয় পেত, সে যেন আমাদের পাশে আপ্‌নাকে আড়াল করে তাড়াতাড়ি আত্মসম্বরণ কর্‌তে চেষ্টা করত। নীরদের পূর্ণদৃষ্টির সূর্য্যালোকে পাছে তার প্রাণের সমস্তটা একেবারে দেখা যায় এই ভয়ে সে নীরদের সমুখে অস্থির হয়ে পড়ত; কি ভুলই করেছি! যাই, তা'কে একবার খুঁজে আসিগে! আজ তার সে করুণ মুখখানি দেখ্‌লে বড় মায়া করে। তার মুখের সেই সরল হাসিখানি যেন নিরাশ্রয় হয়ে আমার চখের সমুখে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্চে! আবার কবে সে হাস্‌বে?

প্রস্থান।

নলিনীর গৃহে প্রবেশ ও জানালার কাছে উপবেশন।

নলিনী। স্বগত। আমাকে একবার ব'লেও গেলেন না? আমি তাঁর কি করেছিলেম? আমাকে যদি তিনি ভালবাস্‌তেন তবে কি একবার বলে যেতেন না?

ফুলির প্রবেশ।

ফুলি। বাগানে বেড়াতে যাবে না?

নলিনী। আজকের থাক্ ফুলি, আর একদিন যাব।

ফুলি। তোর কি হয়েচে দিদি, তুই অমন করে থাকিস্ কেন!

নলিনী। কিছু হয় নি বোন, আমার এই রকমই স্বভাব।

ফুলি। আগেত তুই অমন ছিলিনে!

নলিনী। কি জানি আমার কি বদল হয়েছে!

ফুলি। আচ্ছা দিদি, কাকাকে আর দেখ্‌তে পাইনে কেন? কাকা কোথায় চলে গেছেন?

নলিনী। (ফুলিকে কোলে লইয়া, কাঁদিয়া উঠিয়া) তুই বল্‌না তিনি কোথায় গেছেন! যাবার সময় তিনিত কেবল তোকেই বলে গেছেন! আমাদের কাউকে কিছু ব'লে যাননি!

ফুলি। (অবাক্ হইয়া) কই আমাকে ত কিছু বলেন নি!

নলিনী। তোকে তিনি বড় ভাল বাসতেন। না

ফুলি? আমাদের সকলের চেয়ে তোকে তিনি বেশী ভাল বাস্‌তেন!

ফুলি। তুমি কাঁদ্‌চ কেন দিদি? কাকা হয় ত শীগ্‌গির ফিরে আস্‌বেন।

নলিনী। শীগ্‌গির কি আস্‌বেন? তুই কি করে জান্‌লি?

ফুলি। কেনই বা আস্‌বেন না?

নলিনী। ফুলি তুই আমার জন্য এক ছড়া মালা গেঁথে নিয়ে আয়গে! আমি একটু একলা বসে থাকি।

ফু। আচ্ছা।

প্রস্থান।

নবীনের প্রবেশ।

নবী। নলিনী, তুমি কি সমস্ত দিন এই রকম জানলার কাছে ব'সে ব'সেই কাটাবে?

নলিনী। আমাব আর কি কাজ আছে? এইখানটিতে বসে থাকতে আমার ভাল লাগে।

নবীন। আগেকার মত আজ একবার বাগানে বেড়াইগে চল না।

নলিনী। না;—বাগানে আর বেড়াব না!

নবীন। নলিনী, কি করলে তোমার মন ভাল থাকে আমাকে বল। আমার যথাসাধ্য আমি করব।

নলিনী। এইখেনে আমি একটুখানি একলা বসে থাকতে চাই। তা হলেই আমি ভাল থাক্‌ব।

নবীন। আচ্ছা।

প্রস্থান।

এক প্রতিবেশিনীর প্রবেশ।

প্র। তোর কি হল বল্‌দেখি বোন্‌ঝি, আর যে বড় আমাদের ওদিকে যাস্‌নে।

নলিনী। কি বল্‌ব মাসী, শরীরটা বড় ভাল নেই।

প্র। আহা তাইতলো, তোর মুখখানি বড় শুকিয়ে গেছে! চোখের গোড়ায় কালি পড়ে গেছে! মুখে হাসিটি নেই! তা, এমন ক'রে বসে আছিস্‌ কেন লো! আমার সঙ্গে আয়, দুজনে একবার পাড়ায় বেড়িয়ে আসিগে।

নলিনী। আজকের থাক্ মাসী!

প্র। কেনে লা! আমার দিদির বাড়ি নতুন বৌ এসেচে, তাকে একবার দেখ্‌বি চ।

ন। আর এক দিন দেখ্‌ব এখন মাসি, আজকের থাক্। আজ আমি বড় ভাল নেই।

প্র।—আহা, থাক্ তবে। যে শরীর হয়ে গেছে, বাতাসের ভর সয় কি না সয়! আজ তবে আসি মা, ঘরকন্নার কাজ পড়ে রয়েচে।

প্রস্থান।

ফুলির প্রবেশ।

ফুলি। মা বলেচেন, সারাদিন তুমি ঘরে বসে আছ, আজ একটিবার আমাদের বাড়িতে চল।

নলিনী। না বোন্, আজকের আমি পারব না!

ফুলি। তবে তুমি বাগানে চল। এক্‌লা মালা গাঁথ্‌তে আমার ভাল লাগ্‌চে না। একবারটি চল না বাগানে!

নলি। তোর পায়ে পড়ি ফুলি, আমাকে আর বাগানে যেতে বলিস্‌নে, আমাকে একটু এক্‌লা থাক্‌তে দে!

ফুলি। আমাদের সেই মাধবীলতাটি শুকিয়ে এসেচে, তাতে একটু জল দিবিনে?

নলি। না।

ফুলি! আমাদের সেই পোষ-মানা পাখীর ছানাটি আজকের একটু এক্‌টু উড়ে বেড়াচ্চে, তাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করচে না?

নলিনী। না ফুলি!

ফুলি। তবে আমি যাই, মালা গাঁথিগে, কিন্তু তোকে মালা দেব না!

প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বিদেশ।

নীরদ, নীরজা।

উদ্যান।

নীরদ। স্বগত। এতদিন এলুম, মনে করেছিলুম, একখানা চিঠিও পাওয়া যাবে। "কেমন আছ" একবার জিগেষ কর্ত্তেও কি নেই? স্ত্রীলোকের কঠোর হৃদয় কি ভয়ানক দৃশ্য!

নীরজা। (কাছে আসিয়া) এমন করে চুপ করে ব'সে আছ কেন নীরদ?

নীরদ। আহা কি সুধাময় স্বর! কে বলে স্ত্রীলোকের প্রাণ কঠিন? মমতাময়ি, এত সুধা তোমাদের প্রাণে কোথায় থাকে? আমি কি চুপ করে আছি! আর থাক্‌ব না! বল কি কর্‌তে হবে? এস, আমরা দুজনে মিলে গান গাই।

নীরজা। না নীরদ, আমার জন্যে তোমাকে কিছু কর্‌তে হবে না। তোমাকে বিমর্ষ দেখলে আমার কষ্ট হয় ব'লে যে তুমি প্রফুল্লতার ভাণ কর্‌বে সে আমার পক্ষে দ্বিগুণ কষ্টকর! একবার তোমার দুঃখে আমাকে দুঃখ কর্‌তে দাও, মিছে হাসির চেয়ে সে ভাল।

নীরদ। ঠিক বলেছ নীরজা! দিনরাত্রি কি প্রমোদের চপলতা ভাল লাগে? এমন সময় কি আসেনা যখন স্তব্ধ হয়ে ব'সে দুটিতে মিলে সন্ধেবেলায় নিরিবিলি দুজনের দুঃখে দুঃখে কোলাকুলি হয়? দুজনের বিষণ্ণ মুখে দুজনে চেয়ে থাকে? দুজনের চখের জলের মিলন হয়ে হৃদয়ের পবিত্র গঙ্গা যমুনার সঙ্গম হয়? এই লও নীরজা, আমার এই বিষণ্ণ প্রাণ তোমার হাতে দিলেম, এ'কে তোমার ওই অতি কোমল মমতার মধ্যে ঢেকে রাখ, দাও এর চোখের জল মুছিয়ে দাও। তুমি মমতা করেই ভাল থাক, তুমি স্নেহ দিতেই ভাল বাস—দাও, আরও স্নেহ দাও, আরও মমতা কর। আমি চুপ ক'রে তোমার ঐ মধুর করুণা উপভোগ করি।

নীরজা। আমাকে অমন করে তুমি বোলো না—তোমার কথা শুনে আমার চোখে আরও জল আসে! আমি তোমার কি কর্‌তে পারি? আমি কি কর্‌লে তোমার একটুও শান্তি হয়? আমার কাছে অমন ক'রে চেয়ো না! আমার কি আছে কি দেব কিছু যেন ভেবে পাইনে।

নীরদ। (স্বগত) এই মমতার কিছু অংশও যদি তার থাক্‌ত! এত কাল যে আমি ছায়ার মত তার কাছে কাছে ছিলুম, আমাকে ভাল নাই বাসুক্ একটুকু মায়াও কি আমার উপর জড়ায় নি, যে একখানি চিঠি লিখে আমাকে জিজ্ঞাসা করে তুমি কেমন আছ? আজও সে তার বাগানে

তেমনি ক'রে হেসে খেলে বেড়াচ্চে? আমি চলে এসেচি ব'লে তার জগতের একটি তিলও শূন্য হয় নি? কেনই বা হবে? নিষ্ঠুর মমতাহীন জড় প্রকৃতির এই রকমইত নিয়ম! আমি চলে এসেচি বলে কি তার বাগানে একটি বেল ফুলও কম ফুট্‌বে? একটি পাখীও কম ক'রে গাবে? কিন্তু তাই ব'লে কি রমণীর প্রাণও সেই রকম?

নীরজা। নীরদ, তোমার মনের দুঃখ আমার কাছে প্রকাশ করে কি তোমার একটুও শান্তি হয় না? আমাকে কি তুমি ততটুকুও ভালবাস না? তবে আজ কেন তুমি আমাকে কিছু বল্‌চ না? কেন আপনার দুঃখ নিয়ে আপনি বসে আছ?

নীরদ। নীরজা, তুমি কি মনে করচ, আমি নলিনীকে ভালবেসে কষ্ট পাচ্চি? তা মনেও করো না। তাকে আমি ভাল বাস্‌ব কি কোরে? তাতে আমাতে যে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

নীরজা। কিন্তু, কেনই বা তাঁকে না ভালবাস্‌বে? হয় ত সে ভাল বাসবার যোগ্য।

নীরদ। না নীরজা, আমি তাকে ভাল বাসিনে। আমি তোমাকে বারবার ক'রে বল্‌চি, আমি তাকে ভাল বাসিনে। এককালে ভালবাসি বলে ভ্রম হয়েছিল। কিন্তু সে ভ্রম একেবারে গিয়েছে। কেনই বা আমি তাকে ভাল বাস্‌ব? সে কি আমাকে মমতা করতে পারে? সে কি

আমার প্রাণের কথা বুঝতে পারে? তার কি হৃদয় আছে? সে কেবল হাস্‌তেই জানে, সে কি পরের জন্যে কখনও কেঁদেচে?

নীরজা। কিন্তু সত্যি কথা বলি নীরদ, তোমরা পুরুষ মানুষেরা আমাদের ঠিক বুঝতে পার না। তুমি হয় ত জাননা তার প্রাণের মধ্যে কি আছে! হয়ত সে তোমাকে ভালবাসে।

নীরদ। তা হবে! হয়ত তার প্রাণের কথা আমি ঠিক জানিনে। কিন্তু এ প্রতারণায় তার আবশ্যক কি ছিল? যখন তার মুখে কেবলমাত্র একটী কথা শোনবার জন্য আমার সমস্ত প্রাণের আশা একেবারে উন্মুখ হয়েছিল, তখন সে কেন মুখ ফিরিয়ে অন্যমনস্কের মত ফুল কুড়োতে লাগ্‌ল? আমার কথার কি একটি উত্তরও সে দিতে পারত না?

নীরজা। কেমন ক'রে দেবে বল? ক্ষুদ্র বালিকা সে, সে কি ভাষা জানে যে তার প্রাণের সব কথা বল্‌তে পারে? সে হয়ত ভাব্‌লে, আমার মনের কথা আমি কিছুই ভাল ক'রে বল্‌তে পার্‌ব না, সেই জন্যেই তুমি যদি আমার কথা ঠিক না বুঝতে পার, যদি দৈবাৎ আমার একটি কথাও অবিশ্বাস কর, তা হলে সে কি যন্ত্রণা! কি লজ্জা!

নীরদ। কিন্তু আমি কি তার ভাবেও কিছু বুঝতে পার্ত্তুম না!

নীরজা। তোমরা পুরুষরা যখন একবার নিজের হৃদ-য়ের কথা ভাব, তখন পরের হৃদয়ের দিকে একবার চেয়ে দেখতেও পার না। নিজের সুখ দুঃখের সঙ্গে যতটুকু যোগ সেই টুকুই দেখতে পাও, তার সুখ দুঃখ চোখে পড়েও না। সে যে কি ভাবে কথা কয় না, সে যে কি দুঃখে চলে যায়, তা তোমরা দেখ না, তোমরা কেবল ভাব' আমার সঙ্গে কথা কইলে না, আমার কাছ থেকে চলে গেল।

নীরদ। তা হবে! আমরা স্বার্থপর, সেই জন্যেই আমরা অন্ধ। কিন্তু ও কথা আর কেন? ও-সব কথা আমি মন থেকে একেবারে তাড়িয়ে দিয়েছি। আর ত আমি তাকে ভাল বাসিনে; ভাল বাস্‌তে পারিও না! তবে ও কথা থাক। আর একটা কথা বলা যাক্! দেখ নীরজা, যদিও আমাদের বিবাহের দিন কাছে এসেচে, তবু মনে হচ্চে যেন এখনো কতদিন বাকী আছে! সময় যেন আর কাট্‌চেনা!

নীরজা। (নীরদের হাত ধরিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া) নীরদ, আমার চখে জল আস্‌চে, কিছু মনে কোরো না। বিবাহের দিন ত কাছে আস্‌চে, এই সময় একবার মনে করে দেখ আমরা কি করচি—কোথায় যাচ্চি। দেখো ভাই, আমাদের এ বাসর ঘর শ্মশানের উপর গড়া নয় ত! তার চেয়ে এস, এইখান থেকেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হক। তুমি একদিকে যাও, আমি একদিকে যাই। আমাদের সমুখে সংশয়ের সমুদ্র, কি হতে পারে কে জানে! আমরা

দুজনে মিলে এই সমুদ্রের উপকূল পর্য্যন্ত এসেচি, আর এক পা এগিয়ে কাজ নেই। এই খানেই এস আমরা ফিরে যাই, যে যার দেশে চলে যাই। দুদিনের জন্যে দেখা হয়েচে, তোমাকে আমি ভালবেসেছি—কিন্তু তাই বলে এই আঁধার সমুদ্রে আমার ভারে তোমাকে ডোবাই কেন?

নীরদ। এ কি অশুভ কথা নীরজা? এ কি অমঙ্গল! কেঁদনা নীরজা। তোমার ও অশ্রুজল আজকের শোভা পায় না নীরজা।

নীরজা। কে জানে ভাই! আমার মনে আজ কেন এমন আশঙ্কা হচ্চে? আমার প্রাণের ভিতর থেকে যেন কেঁদে উঠ্‌চে! আমাকে মাপ কর। ঈশ্বর জানেন আমি নিজের জন্যে কিছুই ভাবচি নে। আমার মনে হচ্চে এ বিবাহে তুমি সুখী হতে পারবে না।

নীরদ। নীরজা, তবে তুমি আজ আমাকে এই অন্ধকারের মধ্যে পরিত্যাগ করতে চাও? তুমি ছাড়া আর কোথাও আমার আশ্রয় নেই—কেউ আমাকে মমতা করে না, কেউ আমাকে তার হৃদয়ের মধ্যে একটুখানি স্থান দেয় না—কেউ আমার মনের ব্যথা শোনে না, আমার প্রাণের কথা বোঝে না, তুমিও আমাকে ছেড়ে চলে যাবে? তা হলে আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াব?

নীরজা। না না—আমি কি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি? যা হবার তা হবে, আমি তোমার সাথের সাথী

রইলেম—ডুবি ত দুজনে মিলে ডুব্‌ব। যদি এমন দিন আসে তুমি আমাকে ভালবাস্‌তে না পার, তোমার সঙ্গে আমার যদি বিচ্ছেদ হয় ত—

নীরদ—ও কি কথা নীরজা? ও কথা মনেও আন্‌তে নেই! দুঃখ এসে যাদের মিলন করে দেয়, চোখের জলের মুক্তর মালা যারা বদল করেচে—তাদের সে মিলন পবিত্র—জন্মে জন্মে তাদের আর বিচ্ছেদ হয় না। হাসি খেলার চপলতার মধ্যে আমাদের মিলন হয় নি, আমাদের ভয় কিসের!

নীরজা। নীরদ, দেখি তোমার হাতখানি, তোমাকে একবার স্পর্শ করে দেখি, ভাল ক'রে ধ'রে রাখি, কেউ যেন ছিঁড়ে না নেয়!

নীরদ। এই নও আমার হাত। আজ থেকে তবে আর আমরা বিচ্ছিন্ন হব না? আজ থেকে তবে সুদীর্ঘ জীবনের পথে আমরা দুজনে মিলে যাত্রা কর্‌লেম?

নীরজা। হাঁ প্রিয়তম।

নীরদ। আজ থেকে তবে তুমি আমার বিষাদের সঙ্গিনী হলে, অশ্রুজলের সাথী হলে?

নীরজা। হাঁ প্রিয়তম।

নীরদ। আমার বিষাদের গোধূলির মধ্যে তুমি সন্ধের তারাটির মত ফুটে থাক্‌বে। তোমাকে আমি কখন হারাব না—চোখে চোখে রেখে দেব!

চতুর্থ দৃশ্য।

দেশ।

নীরদ নীরজা।

নীরদ। এই ত আবার সেই দেশে ফিরে এলুম। মনে করিনি আর কখনো ফিরব। তোমাকে যদি না পেতুম তবে আর দেশে ফিরতুম না।

নীরজা। এমন সুন্দর দেশ আমি কোথাও দেখিনি। এ যেন আমার সব স্বপ্নের মত মনে হচ্চে। এত পাখী, এত শোভা আর কোথায় আছে?

নীরদ। কিন্তু নীরজা, এদেশে কেবল শোভাই আছে, এদেশে হৃদয় নেই।

নীরজা। তা হতেই পারে না। এত সৌন্দর্য্যের মধ্যে হৃদয় নেই এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না!

নীরদ। সৌন্দর্য্যকে দেখ্‌বামাত্রই লোকে তাকে বিশ্বাস ক'রে ফেলে এই জন্যেই ত পৃথিবীতে এত দুঃখ-যন্ত্রণা! সে কথা যাক্—নলিনীদের বাড়িতে আজ বসন্ত-উৎসব—আমাদের নিমন্ত্রণ হয়েচে, একটু শীগ্‌গির শীগ্‌গির যেতে হবে।

নীরজা। আমার একটি কথা রাখ্‌বে? আমি বলি ভাই, সেখানে আমাদের না যাওয়াই ভাল।

নীরদ। কেন?

নীরজা। কেন, তা জানিনে, কিন্তু কে জানে, আমার মনে হচ্চে, সেখানে আজ না গেলেই ভাল!

নীরদ। নীরজা, তুমি কি আমার ভালবাসার প্রতি সন্দেহ কর?

নীরজা। প্রিয়তম, এ প্রশ্ন যদি তোমার মনে এসে থাকে—তবে থাক্—তবে আর আমি অধিক কিছু বল্‌ব না—তুমি চল!

নীরদ। আমি ত যাওয়াই ভাল বিবেচনা করি! আজ আমার কি গর্ব্বের দিন! তোমাকে সঙ্গে করে যখন নিয়ে যাব, নলিনী দেখ্‌বে আমাকে ভালবাস্‌বারও একজন লোক আছে।

উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

নলিনীর উদ্যানে বসন্ত উৎসব।

নীরদ নীরজা।

নীরদ। আমরা বড় সকাল সকাল এসেছি। এখনো একজনো লোক আসেনি। (স্বগত) সেই ত সব তেমনিই রয়েচে! সেই সব মনে পড়্চে! এই বকুলের তলায় ফুলগুলির উপর সে খেলা করে বেড়াত! সূর্য্যের আলো তার সঙ্গে সঙ্গে যেন নৃত্য করত! তার হাসিতে গানেতে, তার সেই সরল প্রাণের আনন্দ হিল্লোলে গাছের কুঁড়িগুলি যেন ফুটে উঠ্ত। আমি কি ঘোর স্বার্থপর! সে হাসি, সে গান আমার কেন ভাল লাগ্ত না! সেই জীবন্ত সৌন্দর্য্য-রাশি আমি কেন উপভোগ করতে পারতুম না। এক দিন মনে আছে সকাল বেলায় ঐ কামিনী গাছের তলায় দাঁড়িয়ে সুকুমার হাতটি বাড়িয়ে সে অন্যমনস্কে কামিনী ফুল তুল্ছিল, আমি পিছনে গিয়ে দাঁড়াতেই হঠাৎ চম্কে উঠে তার আঁচল থেকে ফুলগুলি প'ড়ে গেল, তার সেই চকিত নেত্র তার সেই লজ্জাবনত মুখখানি আমি যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি! আহা, তাকে আর একবার তেমনি করে দেখ্‌তে ইচ্ছে করচে! এই পরিচিত গাছ-

পালাগুলির মধ্যে সূর্য্যালোকে সে তেমনি ক'রে বেড়াক্, আমি এইখেনে চুপ করে ব'সে ব'সে তাই দেখি! আমি তাকে আর ভালবাসিনে বটে, কিন্তু তাই বলে তার যতটুকু সুন্দর তা' আমার ভাল না লাগ্‌বে কেন? আহা, সে পুরোণো দিনগুলি কোথায় গেল?

নীরজা। এ বাগানটি কি সুন্দর!

নীরদ। তুমি কেবল এর সৌন্দর্য্য দেখ্‌ছ—আমি আরো অনেক দেখ্‌তে পাচ্চি। এই বাগানের প্রত্যেক গাছের ছায়ায় প্রত্যেক লতাকুঞ্জে আমার জীবনের এক একটি দিন, এক একটি মুহূর্ত্ত বসে রয়েচে। বাগানের চারদিকে তারা সব ঘিরে রয়েচে! তারা কি আমাকে দেখে আজ চিনতে পারচে? অপরিচিত লোকের মত আমাকে তারা কি আজ কৌতূহল-দৃষ্টিতে চেয়ে দেখ্‌চে! এমন এক কাল গিয়েচে, যখন প্রতিদিন আমি এই বাগানে আস্‌তুম, গাছ পালাগুলি প্রতিদিন আমার জন্যে যেন অপেক্ষা ক'রে থাক্‌ত, আমি এলে আমাকে যেন এস এস বলে ডাক্‌ত। আজ কি তারা আর আমাকে সে রকম ক'রে ডাক্‌চে? তারা হয়ত বল্‌চে, তুমি কে এখেনে এলে? ও কি নীরজা, তোমার মুখখানি অমন মলিন হয়ে এল কেন?

নীরজা। প্রিয়তম, তোমার সেই পুরোণো দিনগুলির মধ্যে আমি ত একেবারেই ছিলুম না! এমন এক দিন ছিল, যখন তুমি আমাকে একেবারেই জান্‌তে না, একে-

বারেই আমি তোমার পর ছিলুম—তখন যদি কেউ গল্পচ্ছলে আমার কথা তোমার কাছে বল্‌ত তুমি হয়ত একটিবার মন দিয়ে শুন্‌তে না, যদি কেউ বল্‌ত আমি ম'রে গেছি, তোমার চোখে এক্‌টি ফোঁটা জল পড়ত না! এককালে যে আমি তোমার কেউই ছিলুম না এ মনে কর্‌লে কেমন প্রাণে ব্যথা বাজে! অনন্তকাল হতে আমাদের মিলন হয়নি কেন?

নীরদ। কেন হয়নি নীরজা? এই মধুর গাছ পালা-গুলি তোমার স্মৃতির সঙ্গে কেন জড়িয়ে যায় নি? আর এক জনের কথা কেন মনে পড়ে? আহা, যদি সেই জীবনের প্রভাত কালে তোমার ঐ প্রশান্ত মুখখানি দেখ্‌তে পেতেম! তোমার এই উদার মমতা, গভীর প্রেম, অতল-স্পর্শ হৃদয়—

নীরজা। থাক্ থাক্ ওসব কথা থাক্—ঐ বুঝি সব গ্রামের লোকেরা আস্‌চে! ঐ শোন বাঁশি বেজে উঠেচে! তবে বুঝি উৎসব আরম্ভ হল! এখন আর আমাদের এ মলিন মুখ শোভা পায় না! এস আমরাও এ উৎসবে যোগ দিই।

নীরদ। হাঁ চল। একটা গান গাই।

আমার বড় ইচ্ছে এখনি একবার নলিনী এসে তোমাকে দেখে! তোমার সঙ্গে তার কতখানি প্রভেদ! সে, গাছের ফুল, আর তুমি গাছের ছায়া! সে দুদণ্ডের শোভা, আর তুমি চিরকালের আশ্রয়।

নীরজা। দেখ দেখ, ছায়ার মত শীর্ণ মলিন ও রমণী কে?

নীরদ (চমকিয়া) তাইত, ও কে?

দূরে নলিনীর প্রবেশ।

নীরদ। এ কি নলিনী, না নলিনীর স্বপ্ন?

নীরজা। (নলিনীর কাছে গিয়া) তুমি কাদের বাছা গা? আজ এ উৎসবের দিনে তোমার মুখখানি অমন মলিন কেন?

নলিনী। আমি নলিনী।

নীরজা। (সচকিতে) তোমার নাম নলিনী?

ন। হাঁ।

নীরজা। (স্বগত) আহা এর মুখখানি কি হয়ে গেছে। নলিনি, আমি তোর মনের দুঃখ বুঝেছি! তাঁকে একবার এর কাছে ডেকে নিয়ে আসি!

ফুলির প্রবেশ।

ফুলি। (দ্রুতবেগে আসিয়া) কাকা, কাকা।

নীরদ। (বুকে টানিয়া লইয়া) মা আমার, বাছা আমার!

ফুলি। এতদিন কোথায় ছিলে কাকা?

নীরদ। সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিস্‌নে ফুলি।

আবার আমি তোদের কাছে এসেছি—আর আমি তোদের ছেড়ে কোথাও যাব না!

ফুলি। কাকা একবার দিদির কাছে চল!

নীরদ। কেন ফুলি?

ফু। একবার দেখ'সে দিদি কি হ'য়ে গেছে!

নবীনের প্রবেশ।

নবীন। এই যে নীরদ, এসেছ? আমরা সব স্বার্থপর কি অন্ধ হয়েই ছিলেম নীরদ। একবার নলিনীর কাছে চল।

নীরদ। কেন নবীন।

নবীন। একবার তার সঙ্গে একটি কথা কও'সে' তোমার একটি কথা শোনবার জন্য সে আজ কত দিন ধরে অপেক্ষা করে আছে। কতদিন কত মাস ধরে জানলার কাছে ব'সে সে পথের পানে চেয়ে আছে তোমার দেখা পায় নি! তার সে খেলাধূলা কিছুই নেই একবারে ছায়ার মত হয়ে গেছে! কত দিন পরে আজ আবার সে এই বাগানে এয়েছে কিন্তু তার সেই হাসিটি কোথায় রেখে এল? এ বাগানের মধ্যে তার অমন করুণ ম্লান মুখ কি চোখে দেখা যায়! এই বাগানেই তোমার সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়েছিল, এই বাগানেই বুঝি শেষ দেখা হবে!

তাড়াতাড়ি নলিনীর কাছে আসিয়া।

নীরদ। নলিনী!

(নলিনী অতি ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল)

নীরদ। নলিনী।

ন। (ধীরে) কি নীরদ!

নীরদ। (নলিনীর হাত ধরিয়া) আর কিছু দিন আগে কেন আমার সঙ্গে কথা কইলে না নলিনি—আর কিছু দিন আগে কেন ওই সুধামাখা স্বরে আমার নামে ধ'রে ডাকনি! আজ—আজ এই অসময়ে কেন ডাক্‌লে? নলিনী নলিনী—

(নলিনীর মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

নীরজা। এ কি হল, এ কি হল।

ফুলি। (তাড়াতাড়ি) দিদি—দিদি!—কাকা, দিদির কি হল?

নীরজা। (নলিনীর মাথা কোলে রাখিয়া বাতাস করণ।)

(নলিনীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ।)

নীরজা। আমি তোর দিদি হই বোন্—আর বেশী দিন তোকে দুঃখ পেতে হবে না, আমি তোদের মিলন করিয়ে দেব।

নলিনী। (নীরজার মুখের দিকে চাহিয়া) তুমি কেগা, তুমি কাঁদচ কেন?

নীরজা। আমি তোর দিদি হই বোন্।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

মুমূর্ষু নীরজা। পার্শ্বে নীরদ

নবীন।

নীরজা। একবার নলিনীকে ডেকে দাও। বুঝি সময় চলে গেল।

নবীনের প্রস্থান।

নীরজা। আমি চল্লেম ভাই—আমার সঙ্গে কেন তোমার দেখা হল? আমি হতভাগিনী কেন তোমাদের মাঝখানে এলেম? প্রিয়তম আমি যেন চিরকাল তোমার দুঃখের স্মৃতির মত জেগে না থাকি! আমাকে ভুলে যেয়ো।

নলিনীকে লইয়া নবীনের প্রবেশ।

নলিনী, বোন আমার, তোদের আজ মিলন হোক্, আমি দেখে যাই। (পরস্পরের হাতে হাত সমর্পণ) (নলিনীকে চুম্বন করিয়া ঈষৎ হাসিয়া) তবে আমি চল্লেম বোন্!

নলিনী। (নীরজাকে আলিঙ্গন করিয়া) দিদি তুই আমার আগে চ'লে গেলি? আমিও আর বেশী দিন থাকব না, আমিও শীগ্‌গির তোর কাছে যাচ্ছি!